সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৫তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা ❑ আষাঢ়-১৪২৮, জুন-জুলাই, ২০২১ ❑ পৃষ্ঠা ৮

বরিশালে বিএডিসির সেমিনার .... ২ | কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় .... ৩ | বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ৪ | পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ .... ৫ | শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হলো এআইসিসি ৭

কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের মাধ্যমে রপ্তানি বৃদ্ধির আহ্বান
‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনার সেকেন্ড ওয়েভে সংক্রমণ এবং মৃত্যু বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এই রোগের বিস্তার মোকাবিলায় সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। পাশাপাশি তিনি দেশের ১শ’ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশের রপ্তানি খাতকে সমৃদ্ধকরণে সংশ্লিষ্ট মহলকে গুরুত্ব প্রদানের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘এই অবস্থা (করোনা) আমরা মোকাবিলা করতে পারবো। ইনশা আল্লাহ সে বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। এক্ষেত্রে সবার সহযোগিতা আমরা চাই।’ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ জুন ২০২১ সকালে ‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি ভিডিও কনফারেন্সের সাহায্যে গণভবন থেকে রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে কৃষি মন্ত্রণালয় আয়োজিত

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

সফলভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করলে সবার জন্য পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিতে সহায়ক হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ঢাকায় বিএআরসি মিলনায়তনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মহামারি করোনাকালেও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। করোনায় খাদ্যসংকট মোকাবিলা এবং গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী অনাবাদি জমি চাষের আওতায় আনতে ‘পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন’ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নে সাফল্য অর্জিত হয়েছে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

করোনা মহামারির প্রকোপের মধ্যেও কৃষি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মে ২০২১ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি হয়েছে ৭৬%। এ অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতির চেয়ে ১৮% বেশি। মে মাস পর্যন্ত জাতীয় গড় অগ্রগতি ৫৮%। অবশিষ্ট এক মাসের মধ্যে প্রায় শতভাগ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এ ছাড়া বাস্তবায়ন অগ্রগতির এই হার গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৭% বেশি। গত বছর মে, ২০২০ পর্যন্ত এডিপি

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

বরিশালে বিএডিসির সেমিনার অনুষ্ঠিত

বরিশালে স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্ট আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ড. অমিতাভ সরকার, চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন

স্মলহোল্ডার এগ্রিকালচারাল কম্পিটিটিভনেস প্রজেক্টের আয়োজনে জলবায়ুসহিষ্ণু ভূপৃষ্ঠস্থ পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে পানির যৌক্তিক ব্যবহার শীর্ষক সেমিনার ১৭ জুন বরিশালের ব্রির হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান (অতিরিক্ত সচিব) ড. অমিতাভ সরকার।

তিনি বলেন, প্রধান ৪টি বিষয়ের ওপর ফসলের উৎপাদন নির্ভর করে। আবহাওয়া, পানি, বীজ এবং সার। পানি না হলে ফসলের যেমন- সমস্যা তেমনি অতিরিক্ত হলেও অসুবিধা। তাই ফসল রক্ষায় পানি সেচ এবং নিষ্কাশন জরুরি। আর এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পানি ব্যবস্থপনা।

বন্যা এবং লবণাক্ততা দক্ষিণাঞ্চলের বড় সমস্যা উল্লেখ করে তিনি বলেন এ থেকে উত্তরণের জন্য ফসলের উপযোগী জাত ব্যবহার করা দরকার। লবণাক্ততার কারণে যেসব জায়গায় ধান আবাদ করা সম্ভব নয়, সেসব স্থানে অন্য ফসলের উপযোগী জাত ব্যবহার করতে হবে। এক ইঞ্চি জমিও খালি রাখা যাবে না ।

বিএডিসির সদস্য পরিচালক মো. জিয়াউল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. তাওফিকুল আলম, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলমগীর হোসেন এবং বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা মো. রফি উদ্দিন। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএডিসি'র প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্র সেচ) মো. লুৎফর রহমান। *নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল*

দিনাজপুর অঞ্চলে আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ও বিনামূল্যে বীজ বিতরণ

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি), আঞ্চলিক কার্যালয় রংপুর কর্তৃক দিনাজপুর জেলার বিরল উপজেলার ভাবকি গ্রামে আমন ধানের ফলন বৃদ্ধিতে করণীয় শীর্ষক ৯ জুন ২০২১ দিনব্যাপী কৃষক প্রশিক্ষণ ও মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ সুধেন্দ্র নাথ রায়, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, দিনাজপুর অঞ্চল। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দিনাজপুর জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ প্রদীপ কুমার গুহ এবং বিরল উপজেলার কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার কৃষিবিদ মোঃ কাওসার আহমেদ । উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ৬০ জন কৃষককে দিনাজপুর অঞ্চলে চাষাবাদের উপযোগী আধুনিক ধানের জাত পরিচিতি, চারা উৎপাদন কৌশল, রোপণ পদ্ধতি, সার, রোগ, পোকামাকড় ও আগাছা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণ শেষে অত্র এলাকার কৃষকদের মাঝে ব্রি উদ্ভাবিত ব্রি ধান৩৪, ব্রি ধান৭০, ব্রি ধান৮৭ ও ব্রি ধান৯০ জাতের মোট ১১৫০ কেজি বীজ বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

কৃষিবিদ ড. মুহঃ রেজাউল ইসলাম, কৃতসা, রংপুর

কুমিল্লা সদরে কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্পর্কে কৃষক প্রশিক্ষণ

কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতায় ১৭ জুন ২০২১ তারিখে আদর্শ সদর কুমিল্লা উপজেলায় বাস্তবায়িত ০২ ব্যাচ (৬০ জন) কৃষকদের কাজুবাদাম ও কফি চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ প্রদান করেন কৃষিবিদ মো: মিজানুর রহমান, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা। এছাড়া প্রশিক্ষক হিসেবে আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আউলিয়া খাতুন, উপজেলা কৃষি অফিসার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা; কৃষিবিদ মাহফুজা আহমাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার, আদর্শ সদর, কুমিল্লা। প্রশিক্ষণে বক্তারা বলেন কাজুবাদাম ও কফি বাংলাদেশের জন্য সম্ভাবনাময় ফসল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এ দুটি ফসল চাষ বাস্তবায়ন হলে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। সে সাথে বাংলাদেশে অসংখ্য কর্মসংস্থানও সৃষ্টি হবে। *মো. মহসিন মিজি , কৃতসা, কুমিল্লা*

কুমিল্লা সদর উপজেলায় কাজুবাদাম ও কফি চাষ সম্পর্কে কৃষক প্রশিক্ষণের চিত্র

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ আবাদে লাভবান সাতকানিয়ার কৃষক

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ আবাদ পরিদর্শন করছেন চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ প্রতাপ চন্দ্র রায়

চট্টগ্রামের সাতকানিয়া উপজেলার কৃষক আবুল হোসেন চলতি বছর প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ করে লাভের মুখ দেখেছেন। উপজেলা কৃষি অফিস সাতকানিয়ার সহযোগিতায় এ বছর তিনি খোদ্দ কেওচিয়া গ্রামে নিজের ৪২ শতক জমিতে প্রথমবারের মত গ্রীষ্মকালীন তরমুজের আবাদ করেছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি জাত হিসেবে ব্যবহার করেছেন গোল্ড ক্রাউন। প্রথমবারের মত তরমুজ আবাদে তার বিঘা প্রতি খরচ

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দ্রুততার সাথে কার্যকরভাবে কাজ করে চলেছে কৃষি তথ্য সার্ভিস

সেমিনারে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী

কৃষি তথ্য সার্ভিসের পরিচালক কৃষিবিদ কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী বলেছেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের অভিভাবক মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি মহোদয়ের পরিচালনায় কৃষি মন্ত্রণালয় জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে ব্যাপক কর্মসূচি পরিচালনা করে চলেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি কার্যক্রমের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সন্নিবেশিত করা হয়েছে। কৃষি নীতি ২০১৮ অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের অংশ হিসেবে ঝুঁকিতে থাকা দেশের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষিণাঞ্চলের কৃষির বিষয়টি আগামী প্রজন্মের জন্য ডেল্টা প্লানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। তিনি ১৩ জুন ২০২১ সকালে কৃষি তথ্য সার্ভিস আঞ্চলিক কার্যালয় খুলনার সম্মেলন কক্ষে কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পে আওতায় কৃষিতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও গণমাধ্যমের করণীয় বিষয়ক সেমিনারে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

পরিচালক মহোদয় আরো বলেন, বর্তমানে কৃষির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দ্রুততার সাথে কার্যকরভাবে কৃষি তথ্য সার্ভিসের যারা স্টেক হোল্ডার রয়েছেন তাদের প্রত্যেকের জন্য যে তথ্য প্রয়োজন তা দক্ষতার সাথে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ফরিদপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মনোজিত কুমার মল্লিক এতে সভাপতিত্ব করেন।

মোঃ আবদুর রহমান, কৃতসা, খুলনা

করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যেও

প্রথম পাতার পর

বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ছিল ৫৯%, মোট বরাদ্দ ১ হাজার ৭৬৩ কোটি টাকার মধ্যে ব্যয় হয়েছিল ১ হাজার ৪২ কোটি টাকা। অথচ সেখানে চলমান ২০২০-২১ অর্থবছরের ৮৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২ হাজার ৩২২ কোটি টাকার মধ্যে ১ হাজার ৭৫২ কোটি টাকা ইতোমধ্যে ব্যয় হয়েছে।

২৪ জুন ২০২১ সকালে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্পের (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় এ তথ্য তুলে ধরা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেন, চলমান করোনা মহামারি ও ঘূর্ণিঝড়, বন্যাসহ নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে এডিপি বাস্তবায়নে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্ব, আমাদের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে। করোনাকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও সম্মুখ সারির যোদ্ধাদের মতো সবস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ত জমিতে অতিদ্রুত লবণাক্তসহিষ্ণু ধানের জাত সম্প্রসারণের জন্য সবাইকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে ব্রিধান ৬৭, ব্রিধান ৯৭, ব্রিধান ৯৯, বিনা-১০সহ অনেকগুলো লবণাক্তসহিষ্ণু জাতের ধান উদ্ভাবিত হয়েছে। এগুলোর পর্যাপ্ত বীজ উৎপাদন করে কৃষকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মো: আব্দুর রৌফ, অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) ওয়াহিদা আক্তার, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) মোঃ হাসানুজ্জামান কল্লোল, অতিরিক্ত সচিব (সার ও উপকরণ) মো: মাহবুবুল ইসলাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ এবং অন্যান্য সংস্থাপ্রধানসহ প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এডিপি মিটিংয়ের আগে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ প্রদান করেন। এ বছর কৃষি মন্ত্রণালয়ের ও দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ৩ জনকে এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। দপ্তর/সংস্থার প্রধানদের মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে উপসচিব এস এম ইমরুল হাসান ও কম্পিউটার অপারেটর আব্দুল বাতেন সিরাজী পুরস্কার পান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

পাবনার বেড়ায় এআইসিসি সদস্যদের কৃষি উন্নয়নে ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের আওতায় কৃষি তথ্য সার্ভিস, আঞ্চলিক অফিস পাবনার উদ্যোগে বেড়া, উপজেলা কৃষি অফিস, প্রশিক্ষণ হলরুমে "কৃষি উন্নয়নে ইনোভেশন" বিষয়ক এআইসিসি সদস্যদের ১৬-১৭ জুন ২০২১ দুই দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

পাবনা অঞ্চলের আঞ্চলিক কৃষি তথ্য যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ কৃষিবিদ প্রশান্ত কুমার সরকার এর সভাপতিত্বে পাবনাস্থ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ আব্দুল কাদের প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন করেন। উদ্বোধন বক্তব্যে তিনি বলেন দেশে খাদ্য উৎপাদন উদ্বৃত্ত হলেও পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্যের চাহিদা বহুলাংশে ঘাটতি রয়েছে, কৃষি উন্নয়নে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে পুষ্টি ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করতে হবে এবং নতুন নতুন জাত ও প্রযুক্তি মাঠে কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে।

উক্ত কৃষক প্রশিক্ষণে সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া, তাড়াশ এবং পাবনা জেলার বেড়া, ফরিদপুর উপজেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিস কর্তৃক স্থাপিত কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি)'র সদস্য ৩০ জন কৃষক-কৃষানি অংশগ্রহণ করেন।

পাবনার বেড়ায় কৃষি উন্নয়নে ইনোভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের খণ্ডচিত্র

আশিষ তরফদার, কৃতসা, পাবনা

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বিজ্ঞানীসহ সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি।

২৭ জুন ২০২১ দুপুরে সচিবালয়ে মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে মাননীয় মন্ত্রী এ আহ্বান জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। এসময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, গত ১২ বছরে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনে যে সাফল্য এসেছে তা ধরে রাখতে হবে এবং আরও বেগবান করতে হবে। দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে খাদ্যের চাহিদা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।এ অবস্থায়, ভবিষ্যতের চাহিদা মেটাতে আরও নতুন জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে। আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই ও খাদ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রত্যেককে জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী আরও বলেন, প্রত্যেক কর্মকর্তা কর্মচারীর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে। প্রত্যেকের কাজের যথাযথ মূল্যায়ন করা হবে। ভাল কাজ করলে তাঁকে যেমন পুরস্কৃত করা হবে তেমনি যার কর্মসম্পাদন ভাল হবে না তাকে তিরস্কার বা শাস্তি দেয়া হবে। আমাদের লক্ষ্য হলো কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন। সে লক্ষ্য অর্জনে সবাইকে কাজ করতে হবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর করে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষে সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম ও সংস্থার পক্ষে সংশ্লিষ্ট সংস্থাপ্রধান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম কুমিল্লা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি অফিস পরিদর্শনকালে অফিস আঙ্গিনায় একটি কাজুবাদামের চারা রোপণ করছেন (শনিবার, ৫ জুন ২০২১)।

মো: মোহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

গ্রীষ্মকালীন তরমুজ আবাদে লাভবান

দ্বিতীয় পাতার পর

হয়েছে আনুমানিক ৫০ থেকে ৬০ হাজার টাকা। উৎপাদিত তরমুজ বিক্রি করে জনাব আবুল হোসেন প্রায় তিনগুন মুনাফা করেছেন। ভবিষ্যৎএ তিনি নিজ উদ্যোগে গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষ অব্যাহত রাখবেন বলে জানিয়েছেন। তার দেখাদেখি এলাকার অন্যান্য কৃষকরাও গ্রীষ্মকালীন তরমুজ চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেছেন।

এ বিষয়ে সাতকানিয়া উপজেলা কৃষি অফিসার প্রতাপ চন্দ্র রায় জানান, সাতকানিয়া উপজেলা কৃষি থেকে নিরাপদ, পুষ্টিকর ও লাভজনক ফসল উৎপাদনের টেকসই কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে পলিমালচিং, সেক্স ফেরোমোন ফাঁদ, ইয়োল ট্রাপ কৃষক পর্যায়ে সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে উপজেলায় বিভিন্ন ধরনের উচ্চমূল্যে ফসল চাষের দিকে নজর দেওয়া হয়েছে যাতে কৃষক আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারেন। নতুন কৃষি প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার জন্য নিয়মিত প্রদর্শণী ও মাঠ দিবসের আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করা যায় গ্রীষ্মকালীন তরমুজ আবাদের প্রযুক্তিটি কৃষক পর্যায়ে সম্প্রসারিত ও সমাদৃত হবে।

বরিশালের উজিরপুরে রাইস গ্রেইন ভ্যালুচেইন এক্টরস শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব হৃদয়েশ্বর দত্ত, উপপরিচালক, ডিএই, বরিশাল

কৃষকের সাথে থাকুন
কৃষকের পাশে থাকুন

পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

রাজধানীর খামারবাড়ির কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি-২০২১' এ চারা বিতরণ করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ এমপি

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে একটি আন্দোলনে পরিণত করেছেন। এ আন্দোলনটি পরিবেশ সুরক্ষায় দেশের ও বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ১৯৮১ সালে জীবনবাজি রেখে দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮৩ সালে নানান প্রতিবন্ধকতার মাঝেও তিনি কৃষক লীগের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি শুধু দেশের নয়, বৈশ্বিক পরিবেশ সুরক্ষায় অনন্য নজির স্থাপন করেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৫ জুন ২০২১ রাজধানীর খামারবাড়িতে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন (কেআইবি) মিলনায়তনে বাংলাদেশ কৃষক লীগ আয়োজিত 'বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি- ২০২১' উপলক্ষ্যে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকিপূর্ণ দেশের তালিকায় রয়েছে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দেশের নিম্নাঞ্চল পানির নিচে তলিয়ে যাবে, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়বে এবং খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়বে। এ অবস্থায়,পরিবেশ সুরক্ষায় বাংলাদেশ কৃষকলীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সবাইকে সম্পৃক্ত হতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়ের জেলা, উপজেলা, ইউনিয়নসহ মাঠ পর্যায়ের অফিস ও কর্মকর্তারা এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হবে ও কৃষক লীগকে সহযোগিতা করবে বলে এসময় জানান মাননীয় মন্ত্রী।

বাংলাদেশ কৃষক লীগের সভাপতি কৃষিবিদ সমীর চন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড. মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ এমপি, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলির সদস্য অ্যাড. জাহাঙ্গীর কবির নানক, কৃষি ও সমবায় বিষয়ক সম্পাদক ফরিদুন্নাহার লাইলী এবং বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন। সভাটি সঞ্চালনা করেন কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. উম্মে কুলসুম স্মৃতি এমপি।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

সবাইকে জানাই পবিত্র ঈদ উল আযহার শুভেচ্ছা

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি এর কাছ থেকে কৃষি মন্ত্রণালয়ের শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০২০-২১ গ্রহণ করছেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ (বৃহস্পতিবার, ২৪ জুন ২০২১)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

রাঙ্গামাটিতে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার আয়োজনে এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি ঢাকার অনাবাদি জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন প্রকল্পের সহযোগিতায় "বসতবাড়িতে পারিবারিক মডেল পুষ্টি বাগান স্থাপন বিষয়ে ১৫-১৬ জুন ২০২১ দুই দিনব্যাপী উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ এবং মাঠ পরিদর্শন অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার জেলা প্রশিক্ষণ অফিসার কৃষিবিদ তপন কুমার পাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চল কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ নাসিম হায়দার।

প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন কৃষিবিদ কৃষ্ণ প্রসাদ মল্লিক, উপপরিচালক, ডিএই রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা

প্রধান অতিথি বলেন এ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লব্ধজ্ঞান ও দক্ষতা সঠিকভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষকের বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পরিবেশবান্ধব সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার সাথে উন্নত প্রযুক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে বছরব্যাপী পরিবারের পুষ্টি চাহিদার অনেকাংশ পূরণ করা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বিভিন্ন উপজেলার ৩০ জন উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

‘বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪২৪’ প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

প্রথম পাতার পর

অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকালে করোনার সেকেন্ড ওয়েভ শুরু হওয়ায় সবাইকে সতর্ক থেকে স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণে তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন।

তাঁর সরকার সারাদেশে একশ’টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে কৃষি পণ্য বা খাদ্যপণ্য আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করে প্রক্রিয়াজাত করলে দেশের রপ্তানি খাতেও অনেক গুরুত্ব বহন করবে।

বাংলাদেশ আর পিছিয়ে নয় এগিয়ে যাবে, এমনই দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশের জনগণের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন, এদেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ২০০৮ সালের পর টানা তৃতীয়বার ক্ষমতায় থেকে সে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ফলে কৃষি গবেষণার উন্নয়নের পাশাপাশি দেশকে উন্নয়নের পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম স্বাগত ভাষণ দেন এবং পুরস্কার বিজয়ীদের সাইটেশন পাঠ করেন। এছাড়া পুরস্কার বিজয়ীদের পক্ষে নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করে বক্তৃতা করেন মায়া রানী বাউল।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক ‘বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার ১৪২৪’ প্রদান করেন। যার মধ্যে রয়েছে ৫টি স্বর্ণ পদক, ৯টি রৌপ্য পদক এবং ১৮টি ব্রঞ্জ পদক। কৃষিক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ৩২ ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের মাঝে এই পদক বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সম্পর্কিত একটি ভিডিও ডকুমেন্টারি পরিবেশিত হয় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর বাণী নিয়ে ‘বাণী চিরসবুজ’ এবং ‘চিরঞ্জীব’ নামে দুটি স্মারকগ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করেন।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে, মুজিববর্ষে যাঁরা পুরস্কৃত হলেন, তাদের অভিনন্দন জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৪২৪ বঙ্গাব্দে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩২ জন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার প্রদান করা হল। কৃষিখাতের অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য আমাদের চাষি ভাইবোনেরা যেমন কৃতিত্ব পাওয়ার দাবিদার, তেমনি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানী, সম্প্রসারণ কর্মীরাও সমান কৃতিত্বের অধিকারী।

কোন কাজকেই তাঁর সরকার ছোট করে দেখে না উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, শ্রমিক সংকটে ধান কাটা সম্ভব হচ্ছিল না। ছাত্রলীগ ছেলেদের আহ্বান করায় আওয়ামী লীগ এবং সকল সহযোগী সংগঠন কৃষকের সঙ্গে মাঠে নেমে ধান কেটে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। তিনি মনে করেন, সব কাজ সম্মানজনকভাবে দেখে এবং সবকাজে সবাই সম্পৃক্ত হলে দেশ এগিয়ে যাবে এবং আরো উন্নত হবে।

তথ্য সূত্র: বাসস

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশনে ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসি আয়োজিত 'প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষায় প্রস্তাবিত বাজেট' বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন (শনিবার ২৬ জুন ২০২১)। প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসল চাষে

শেষ পাতার পর

করছি। এটি করতে পারলে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অর্থনীতিতে বিপ্লব ঘটবে। পাহাড়ি এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মানের দর্শনীয় উন্নয়ন হবে। একইসাথে, দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানি করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করা যাবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১৯ জুন ২০২১ সকালে বান্দরবান জেলার রুমা উপজেলায় কাজুবাদাম বাগান, কফি বাগান ও আমসহ অন্যান্য ফলবাগান পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন।

বর্তমানে দেশে অল্প পরিসরে কাজুবাদাম এবং কফি উৎপাদন হচ্ছে উল্লেখ করে মাননীয় মন্ত্রী বলেন, শুধু পাহাড়ি অঞ্চল নয়, সারাদেশে কাজুবাদাম এবং কফির চাষাবাদের প্রচুর সম্ভবনা রয়েছে। সেলক্ষ্যে সম্প্রতি ‘কাজুবাদাম ও কফি গবেষণা, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ’ শীর্ষক ২১১ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এসব ফসলের চাষ জনপ্রিয় করতে কৃষক ও উদ্যোক্তাদেরকে বিনামূল্যে উন্নত জাতের চারা, প্রযুক্তি ও পরামর্শসেবা প্রদান করা হচ্ছে। গতবছর কাজুবাদামের ১ লাখ ৫৬ হাজার চারা বিনামূল্যে কৃষকদেরকে দেয়া হয়েছে। আর এ বছর ৩ লাখ চারা দেয়া হবে। এ ছাড়া দেশে কাজুবাদামের প্রক্রিয়াজাতের সমস্যা দূর করা ও প্রক্রিয়াজাত প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে কাঁচা কাজুবাদাম আমদানির উপর শুল্কহার প্রায় ৯০% থেকে নামিয়ে মাত্র ৫% নিয়ে আসা হয়েছে বলে জানান মাননীয় কৃষিমন্ত্রী।

পরিদর্শনকালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী বীর বাহাদুর উশৈ সিং, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব ওয়াহিদা আক্তার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকার, বিএআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার, বান্দরবনের জেলা প্রশাসক ইয়াছমিন পারভীন তিবরীজি, পুলিশ সুপার জেরিন আখতার, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বান্দরবনের উপপরিচালক এ কে এম নাজমুল হক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়

বরিশালের উজিরপুরে রাইস গ্রেইন ভ্যালুচেইন এক্টরস শীর্ষক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

রাইস গ্রেইন ভ্যালুচেইন এক্টরস শীর্ষক মতবিনিময় সভা ১৫ জুন ২০২১ বরিশালের উজিরপুর উপজেলা পরিষদ হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। হারভেস্টপ্লাস বাংলাদেশ আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রণতি বিশ্বাসের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) উপপরিচালক হৃদয়েশ্বর দত্ত। বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন এবং উপজেলা কৃষি অফিসার মো. তৌহিদ।

প্রধান অতিথি বলেন, জিংকসমৃদ্ধ ধান সুপ্ত ক্ষুধা নিবারণে অনন্য। দিন দিন এর আবাদ সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই দেশে-বিদেশে জিংক ধানকে আলাদাভাবে উপস্থাপনের জন্য এর ব্রান্ডিং জরুরি। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন উৎপাদনকারী থেকে ভোক্তা পর্যন্ত পৌঁছানোরএ ধাপগুলোকে আলাদাভাবে বিবেচনায় নেওয়া। এতে চাষি ও ভোক্তা উভয়েই উপকৃত হবেন।

বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সিসিডিবির সমন্বয়কারী সমীরণ বিশ্বাসের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন এলাহি এগ্রো লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. ফরহাদ হোসেন, হারভেস্টপ্লাসের বিভাগীয় সমন্বয়কারী জাহিদ হোসেন, হারভেস্ট প্লাসের কর্মকর্তা মো. রহুল কুদ্দুস প্রমুখ। সভায় জিঙ্কধান চাষি, ধানক্রেতা এবং মিল মালিকসহ কৃষি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ৫০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

সবার জন্য পুষ্টিসম্মত খাদ্য নিশ্চিতে সহায়ক হবে

প্রথম পাতার পর

৪৩৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। সফলভাবে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করতে পারলে সবার জন্য পুষ্ঠিসম্মত খাদ্য নিশ্চিতে সহায়ক হবে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ২২ জুন ২০২১ বিকালে ঢাকায় বিএআরসি মিলনায়তনে 'অনাবাদি পতিত জমি ও বসতবাড়ির আঙ্গিনায় পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন' প্রকল্পের অবহিতকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কঠিন তদারকির নির্দেশ দেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর আমাদের মোট বাজেট ছিল মাত্র ৭৮৬ কোটি টাকা, সেখানে আজকে শুধু বাড়ির আঙিনায় পুষ্টি বাগান স্থাপনে ৪৩৮ কোটি টাকার প্রকল্প নেয়া হয়েছে। এ প্রকল্পের অর্থ যথাযথ ব্যবহার ও মূল্যায়ন করার বিষয়ে গুরুত্ব দেন।

> ৪৩৮ কোটি টাকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৫ লাখ পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে

এসময় মাননীয় কৃষিমন্ত্রী জানান, প্রকল্প গ্রহণের আগে গত বছর দেশব্যাপী ৪ হাজার ৪৩১টি ইউনিয়নে ৩৭ কোটি ৩৬ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রায় ১ লাখ ৪১ হাজার পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় প্রত্যেকটি ইউনিয়ন এবং পৌরসভার বসতবাড়ির অব্যবহৃত জমিতে ১০০টি করে অর্থাৎ মোট ৪ লাখ ৮৮ হাজার সবজি, ফল ও মসলাজাতীয় ফসলের পারিবারিক পুষ্টি বাগান স্থাপন করা হবে। বসতবাড়ির স্যাঁতসেতে জমিতে কচুজাতীয় সবজির প্রদর্শনীও স্থাপন করা হবে। এছাড়া, মাটির স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্যসম্মত নিরাপদ ফসল উৎপাদনের জন্য ১০০টি কমিউনিটি বেইজড ভার্মিকম্পোস্ট উৎপাদন পিট স্থাপন করা হবে। এ ছাড়া কৃষক-কৃষানিদের প্রশিক্ষণ ও কৃষক গ্রুপপর্যায়ে ক্ষুদ্র কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান করা হবে। ইতোমধ্যে, এ প্রকল্পের আওতায় সবজি সংরক্ষণের জন্য ক্ষুদ্র আকারে দেশজ পদ্ধতির বিদ্যুতবিহীন ৬৪টি কুল চেম্বার স্থাপন করা হয়েছে।

কর্মশালায় বিশেষ অতিথি ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহর সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পিপিসি) মো: রুহুল আমিন তালুকদার, অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ড. মো: আব্দুর রৌফ, বিআরসির নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. শেখ মো: বখতিয়ার বক্তব্য রাখেন। প্রকল্পের কার্যক্রম তুলে ধরেন প্রকল্প পরিচালক মো: মাইদুর রহমান।

প্রেস বিজ্ঞপ্তি কৃষি মন্ত্রণালয়

পুষ্টি কর্নার ঃ লটকন

লটকন একটি ভিটামিন বি-২ সমৃদ্ধ অম্ল মধুর ফল। প্রতিটি ফলের ভক্ষণীয় অংশে মোট খনিজ পদার্থ ০.৯ গ্রাম, খাদ্যশক্তি ৯১ কিলোক্যালরি, আমিষ ১.৪২ গ্রাম, চর্বি ০.৪৫ গ্রাম, লৌহ ০.৩ মিলিগ্রাম, ভিটামিন বি-১ ০.০৩ এবং ভিটামিন বি-২ ০.১৯ মিলিগ্রাম পুষ্টি উপাদান থাকে। এ ফল খেলেবমিভাব দূর হয় ও তৃষ্ণা নিবারণহয়। আমাদের দেশে নরসিংদী, গাজীপুর, নেত্রকোনা ও সিলেট এলাকায় লটকন চাষ বেশিহয়। ফল গোলাকার ক্যাপসুল, পাকলে হলুদ বর্ণের হয়। ফলের খোসা ছাড়ালে ৩/৪টি বীজ পাওয়া যায়। ফল হিসেবেই লটকন ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হয়।

সংকলন- কৃষিবিদ মোহাম্মদ মারুফ, কৃতসা, ঢাকা

শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হলো এআইসিসি সদস্যদের প্রশিক্ষণ

মুন্সীগঞ্জের জেলার শ্রীনগর উপজেলায় কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এর আয়োজনে ১৭-১৮ জুন ২০২১ দুই দিনব্যাপী কৃষি তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে শ্রীনগর উপজেলার আদর্শ পল্লী উন্নয়ন এআইসিসি এবং লৌহজং উপজেলার আটিগাঁও যান্ত্রিক সংসদ এআইসিসি ৩০ জন সদস্যদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ তুষার কান্তি সমাদ্দার, প্রধান তথ্য অফিসার, কৃষি তথ্য সার্ভিস, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মো. সাইফুল ইসলাম, প্রকল্প পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। আরো উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ তাপস কুমার ঘোষ, মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন অফিসার, এআইএস প্রকল্প, ঢাকা, কৃষিবিদ শান্তনা রানী, উপজেলা কৃষি অফিসার, শ্রীনগর, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার, কৃষিবিদ সাবরিনা আফরোজ ও কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা, শ্রীনগরসহ কৃষি তথ্য সার্ভিস ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ।

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাধা দূর করতে কাজ করছে

শেষ পাতার পর

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বলেন, আমাদের রপ্তানি মূলত গার্মেন্ট নির্ভর। শুধু গার্মেন্ট নির্ভর থাকলে হবে না; বরং রপ্তানিকে বহুমুখী করতে হবে। সেটি করতে হলে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে। কৃষিপণ্যের রপ্তানির সম্ভাবনা অনেক। এ সম্ভাবনাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে কৃষিপণ্য মাঠে উৎপাদন থেকে শুরু করে শিপমেন্ট পর্যন্ত নিরাপদ রাখতে কাজ চলছে। পাশাপাশি কৃষিপণ্য পরিবহণ ও সংরক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধিতেও গুরুত্ব সহকারে কাজ চলছে। কৃষিপণ্যের রপ্তানির জন্য বিমানবন্দরে বিএডিসির হিমাগারের সক্ষমতা আরও বাড়ানো হবে বলে এসময় জানান মন্ত্রী।

উক্ত সভায় বিএডিসির চেয়ারম্যান ড. অমিতাভ সরকারের সভাপতিত্বে বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো: মাহবুব আলী, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোঃ মেসবাহুল ইসলাম, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মোঃ মফিদুর রহমান, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ আসাদুল্লাহ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ ইউসুফ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। *প্রেস বিজ্ঞপ্তি, কৃষি মন্ত্রণালয়*

কৃষিবিষয়ক তথ্য জানতে কল করুন ১৬১২৩ নম্বরে

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৫তম বর্ষ ❑ তৃতীয় সংখ্যা
❑ আষাঢ়-১৪২৮ বঙ্গাব্দ; জুন-জুলাই, ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত 'বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার-১৪২৪' প্রদান অনুষ্ঠানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি বিষয়ক ১০০ অমর বাণী সংকলন 'বাণী চিরসবুজ' এবং মুজিব শতবর্ষের স্মারকগ্রন্থ 'চিরঞ্জীব' এর মোড়ক উন্মোচন করেন (রোববার, ২৭ জুন ২০২১)।-পিআইডি

কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাধা দূর করতে কাজ করছে সরকার : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কৃষিপণ্যের রপ্তানি সহায়ক বিএডিসির হিমাগার পরিদর্শনকালে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি ও অন্য অতিথিবৃন্দ

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, ইউরোপসহ উন্নত দেশে ফলমূল ও শাকসবজি রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান বাধা দূর করতে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। শুধু মধ্যপ্রাচ্যে নয়, ইউরোপ, জাপানসহ উন্নতদেশ সমূহের মূল বাজারে আমরা কৃষিপণ্য রপ্তানি করতে চাই। সেজন্য রপ্তানি বাধা দূর করতে ইতোমধ্যে দেশে উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা (গ্যাপ) বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। দেশে আন্তর্জাতিক মানের অ্যাক্রিডিটেড ল্যাব ছিল না, আমরা সেটি স্থাপন করেছি। সেখান সনদ দেয়া শুরু হয়েছে। আম রপ্তানির জন্য ভ্যাকুয়াম হিট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপনের কাজ চলছে।

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ১০ জুলাই ২০২১ সকালে ঢাকায় শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কৃষিপণ্যের রপ্তানি সহায়ক বিএডিসির হিমাগার পরিদর্শন শেষে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ কথা বলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

কাজুবাদাম, কফিসহ অপ্রচলিত ফসল চাষে পাহাড়ের অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টে যাবে : মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি বলেছেন, দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার এখন কৃষিকে বাণিজ্যিকীকরণ ও লাভজনক করতে নিরলস কাজ করছে। কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কাজুবাদাম, কফি, গোলমরিচসহ অপ্রচলিত অর্থকরী ফসল চাষ করতে হবে। শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক বাজারেও এসবের বিশাল চাহিদা রয়েছে, দামও বেশি। সেজন্য এসব ফসলের চাষাবাদ ও প্রক্রিয়াজাত বাড়াতে হবে। পাহাড়ের বৃহৎ অঞ্চলজুড়ে এসব ফসল চাষের সম্ভাবনা অনেক। এ ছাড়া, আনারস, আম, ড্রাগনসহ অন্যান্য ফল চাষের সম্ভাবনাও প্রচুর। আমরা কাজুবাদাম ও কফির উন্নত জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং এসব ফসলের চাষ আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে কাজ

এরপর পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম, সহকারী সম্পাদক : মো. মনজুরুল ইসলাম মিন্টু
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক্স ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮২৬০. ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd